সংবাদ

তারিখ ... 18 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২

শনিবার ৬ ফাল্গুন ১৪১৮,
Saturday 18 February 2012

সম্পাদকীয়

সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা : সর্বজনীন নয় অবৈতনিকও নয়

২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে বলা আছে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন ও অবৈতনিক। তাতে আরও বলা আছে, সব শিক্ষার্থীকে সমান মানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকারের। একবার এই সর্বজনীন ও অবৈতনিকের আগে 'বাধ্যতামূলক' কথাটা জুড়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আইনটি প্রয়োগের ব্যাপারে সরকারি অক্ষমতার জন্য বাধ্যতামূলক কথাটা বাদ দেয়া হয়েছে। এখন আইনিক হলেও নানাভাবে প্রণোদনা দিয়ে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয় এবং ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়।

বর্তমানে রাজধানীসহ শহরাঞ্চলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরা পড়াশোনা করে। রাজধানীতে বেশ কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি নেয়া হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা অভিযোগের উত্তরে বলছেন, এসব ভর্তি ফির রেট নির্ধারণ করে দেয় স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। অথচ স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সন্তানরা এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে না। তারা সাধারণত ব্যয়বহুল কিনডার গার্টেন বা বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন ধরনের ফি আদায় বেআইনি। যেসব স্কুলে ফি আদায় করা হচ্ছে, সেসব স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে- সম্প্রতি বিভিন্ন স্কুলে মাত্রাতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নিয়ে অতিরিক্ত ফি ফেরত দিতে বলা হয়েছে। আমরা আশা করব, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা ভর্তি ফি ফেরত দেয়া হবে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আগের বার ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন, দেশের প্রতিগ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। দেশে বর্তমান ৮৭ হাজার ৩৬২ গ্রাম আছে। অথচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭২। এর বড় একটা অংশ আবার শহরাঞ্চলে। অন্য একটি হিসাব থেকে দেখা গেল, দেশে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮২ হাজার ২৫০। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে সরকারি চেয়ে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের বিদ্যালয়গুলো 'জাতীয়করণের' জন্য আন্দোলন করছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলছেন, এসব বিদ্যালয়ের মান এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ সরকারি বিদ্যালয়ের সমমানের নয় এবং অবকাঠামোতেও ঘাটতি আছে।

দেশে কমবেশি ৯ হাজার ৪০০ মাদ্রাসা আছে। তার মধ্যে যেসব এবতেদায়ি (প্রাথমিক) মাদ্রাসা আছে, তারা কতটা সরকারি এবং কতটা বেসরকারি তা পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। এসব মাদ্রাসার অনেকগুলোতেই পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী নেই। অথচ সরকারের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ পাচ্ছে। বর্তমানে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পেয়ে থাকে। ভুয়া শিক্ষার্থী দিয়ে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলছে সেগুলোতে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে।

সরকারি এমপিওভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে। কিন্তু শিক্ষা ও শিক্ষকদের মান নিয়ে কোন জরিপ করে বলে আমাদের জানা নেই। তেমনি প্রতিবছর সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করে যাতে শিক্ষার্থীরা ঝরে না পড়ে। কোন কোন গ্রামীণ বিদ্যালয়ে বিদেশি অর্থে 'মিডডে মিল' বা মধ্যাহ্নকালীন খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এ কাজে সরকারের অর্থ বরাদ্দে ব্যবস্থা করতে হবে। আইন না করেও সরকারের আগ্রহ থাকলে প্রাথমিক শিক্ষাকে 'সর্বজনীন' করতে পারে। বর্তমানে প্রধান সমস্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে পড়া। প্রতিটি গ্রামে একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলে নীতিনির্ধারকদের সুবিধা হবে এবং অর্থব্যয় অর্থবহ হবে।